দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 5 APR [illegible] ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] কলাম ... [illegible]

# অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতায় ভেঙ্গে পড়ছে হোমিও শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

## ভুয়া ডাক্তার দিয়ে চলছে হাসপাতাল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠনের সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি ভুয়া ডাক্তার দিয়ে হোমিও হাসপাতাল পরিচালনাসহ নানা স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দেশের হোমিও শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এ অভিযোগ হোমিওপ্যাথি রক্ষা পরিষদ ও হোমিওপ্যাথি কলেজের ডাক্তার এবং হোমিওপ্যাথি বোর্ড সদস্যগণের। হোমিওপ্যাথি রক্ষা পরিষদের আহবায়ক ডাঃ শফিকুর রহমান ভূঁইয়াসহ ডাঃ ওবায়দুল্লাহ সেলিম ডাঃ শাখাওয়াত হোসেন ডাঃ বিনয় কুমার দাস, ডাঃ আলেয়া বেগম, ডাঃ মিথিলা আক্তারসহ সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করে বলেছেন, আইন বহির্ভূতভাবে আউটডোরের ডাক্তার দিয়ে অনিয়ম তান্ত্রিকভাবে হোমিও বোর্ড গঠনের সুযোগে হোমিও হাসপাতাল চালানো হচ্ছে ভুয়া ডাক্তার দিয়ে। হোমিওপ্যাথি বোর্ড চলছে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে। সর্বোপরি বোর্ড সদস্য নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বোর্ড গঠনের অর্ডিনান্স ১৯৮৩-এর ধারা লংঘন করে ব্যক্তি ইচ্ছা অনুযায়ী। আর এভাবে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বোর্ড গঠনে এবং বোর্ডের দুর্নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি রক্ষা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্টজনেরা। তাদের অভিযোগ হচ্ছে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং অযোগ্য লোকদের দিয়ে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠন করায় দেশের হোমিও শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিনান্স ১৯৮৩-এর ধারায় বলা আছে, বোর্ডের সরকারি সদস্য হতে হলে তাকে স্ব স্ব বিভাগের স্থায়ী বাসিন্দা এবং রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ডাক্তার হতে হবে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগ হতে যাকে বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে তিনি হলেন, ১০তম সদস্য তথা সরকারি প্রতিনিধি ডাঃ মোঃ ইমরুল কায়েস, ঠিকানা ৪৯৭/৮-এ ইব্রাহিমপুর কাফরুল ঢাকা। ১৪তম সদস্য তথা সরকারি প্রতিনিধি ডাঃ এসএএম রেজাউর রহিম কে সদস্য তথা সরকারি মনোনীত প্রতিনিধি করা হয়েছে রংপুর বিভাগের জন্য; কিন্তু তার ঠিকানা

২৪/এ, তাজমহল রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ডাঃ আশিষ শংকর নিয়োগীকে রাজশাহী বিভাগের সরকারি মনোনীত প্রতিনিধি করা হয়েছে। তারও ঠিকানা ২৭/৩, মায়াকানন, বাসাবো থানা (সবুজবাগ), জেলা ঢাকা। উল্লেখিত ৩ জনকেই বিভাগীয় সরকারি মনোনীত প্রতিনিধি করা হয়েছে অর্ডিন্যান্সের নিয়ম লংঘন করে। অর্থাৎ কেউই স্ব স্ব বিভাগের বাসিন্দা নন। প্রথমে ডাঃ ইমরুল কায়েস একদিকে চট্টগ্রামের বাসিন্দা নন অপর দিকে তার রেজিস্ট্রেশনও নেই অথচ তিনি ঢাকার ওয়ারীস্থ নবযুগ ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করেন। এছাড়া রংপুর জেলায় কোন হোমিও কলেজ না থাকলেও ডাঃ খন্দকার আনিসুল হককে হোমিও বোর্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি করা হয়েছে।

আবার হোমিও বোর্ড গঠনের ধারা লংঘন করে অবৈধভাবে আউটডোর ডাক্তার দিয়ে হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠন করার নমুনা হচ্ছে বর্তমানে বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ কুমার রায় ও রাজশাহী বিভাগের বোর্ড সদস্য (সরকারি) ডা. আশিষ শংকর নিয়োগী বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আউটডোর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত। হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট একাধিক বিশেষজ্ঞের মতে হোমিওপ্যাথি বোর্ড গঠনে এবং প্রশাসনে অনিয়ম দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা জায়েজ হয়ে গেছে।